কোভিড -১৯ পরিস্থিতি

সংখ্যা ০৫, তারিখ : ৮ এপ্রিল, ২০২১, বৃহস্পতিবার

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ ভ্যারিয়েন্ট পরিস্থিতি

আইইডিসিআর কোভিড-১৯ এর ভ্যারিয়েন্ট সংক্রান্ত নজরদারি শুরু করে ২০২০ সালের মার্চ থেকে। ২০২০ সালের ডিসেম্বের মাসের প্রথম ইউকে ভ্যারিয়েন্ট শনাক্ত হয়। চলমান নজরদারির মাধ্যমে ২০২১ সালের মার্চে দক্ষিণ আফ্রিকার ভ্যারিয়েন্ট (B.1.351) এর উপস্থিতি জানা যায়।

ভ্যারিয়েন্ট কি?

ভাইরাস প্রতিনিয়ত অনুলিপি তৈরি করার সময়, নতুন সৃষ্ট ভাইরাসে কখনও কখনও, কিছু নতুন পরিবর্তন আসে, যা খুবই স্বাভাবিক। এই পরিবর্তনগুলো কে "মিউটেশন" বা রূপান্তর বলা হয়। এক বা একাধিক রূপান্তরিত ভাইরাসকে তার আসল ভাইরাসের 'ভ্যারিয়েন্ট' বলা হয়।

নতুন ভ্যারিয়েন্টঃ কেন এবং প্রভাব

যখন মানুষের মাঝে ভাইরাসের ব্যাপক সংক্রমণ ঘটে, তখন ভাইরাসে বেশী মিউটেশন এর সম্ভাবনা থাকে। বেশিরভাগ মিউটেশন ভাইরাসের সংক্রমণ এবং রোগ হবার ক্ষমতাকে খুব একটা প্রভাবিত করে না। তবে, ভাইরাসগুলোর জিনগত উপাদানের পরিবর্তন কোথায় হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে বৈশিষ্ট্যগত প্রভাব হতে পারে। যেমনঃ সংক্রমণ (কম সহজে বা সহজে ছড়িয়ে পড়তে পারে) বা তীব্রতা (কম বা বেশী গুরুতর রোগের কারন হতে পারে)।

কোভিড-১৯ ভ্যারিয়েন্ট এবং ভ্যাক্সিনেশন

কোভিড-১৯ এর যে সব টিকাগুলো বর্তমানে অনুমোদিত হয়েছে তা ভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্টের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেবে বলে আশা করা হচ্ছে কারণ এই টিকাগুলি অ্যান্টিবডি এবং কোষের রোগ প্রতিরোধ প্রতিক্রিয়ায় সরাসরি সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করে। সুতরাং, ভাইরাসের পরিবর্তন বা মিউটেশন, টিকাগুলোকে সম্পূর্ণ অকার্যকর করে তোলে না। তবে বিদ্যমান টিকাগুলোর কার্যকারিতা হ্রাস করতে পারে এমন মিউটেশন রোধে, ভাইরাসের বিস্তার বন্ধে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।
চলতে হবে।

কোভিড-১৯ ভ্যারিয়েন্ট এবং প্রতিরোধ

"উৎস থেকে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করাই প্রতিরোধের মূল চাবিকাঠি"

সংক্রমণ হ্রাস করার জন্য বর্তমান গৃহীত পদক্ষেপ -

ঘন ঘন হাত ধোয়া, মাস্ক পরা, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা, জনসমাগম এবং জনাকীর্ণ স্থান বা আবদ্ধ পরিবেশ এড়িয়ে এছাড়াও সংক্রমণের ঝুকির কারণসমূহ চিহ্নিত করে, এর মাধ্যমে কোভিড-১৯ ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ চালিয়ে যাওয়া। নতুন ভ্যারিয়েন্ট গুলো বিস্তারের পূর্বেই সরকার প্রদত্ত নিয়ম মেনে টিকা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে। জনগোষ্ঠীর বেশীরভাগ অংশকে টিকার আওতায় আনতে হবে এবং টিকা প্রদানের সাথে সঠিকভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।

ভাইরাসটির নতুন ভ্যারিয়েন্ট থাকলেও কেন টিকা দেওয়া জরুরি?

কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ভ্যাকসিনগুলো আমাদের হাতে থাকা সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র। নতুন ভ্যারিয়েন্ট গুলো সম্পর্কে আমাদের উদ্বেগের কারণে আমাদের অবশ্যই টিকা দেওয়া চালিয়ে যেতে হবে। বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে, নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্ট এর সর্বত্র বিস্তারের আগেই অধিকাংশ জনগোষ্ঠিকে বিদ্যমান টিকা প্রদানের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।অতএব বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করতে আমাদের অবশ্যই টিকা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে এবং স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

কোভিড -১৯ সংক্রমনের সম্ভাব্য স্থান সমূহ	সংক্রমণের হার (%)
বাজার এলাকায় গমন	৬১%
গণপরিবহন ব্যবহার	৬১%
উপাসনালয়ে গমন	৩৫%
জনসমাগমে অংশগ্রহণ	৩২%
স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র পরিদর্শন	২৬%
কোভিড -১৯ রোগীর সংস্পর্শ	২২%
আন্তঃবিভাগ ভ্রমণের ইতিহাস	১৩%
সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ	১২%
পর্যটন কেন্দ্রে ঘুরতে যাওয়া	৪%
ধর্মীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহন	৩%
অন্যান্য জনসমাগম স্থান	৩%

সূত্রঃ আইইডিসিআর

ছকঃ কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ স্থান

শনাক্ত রোগীদের আক্রান্তের কারণসমূহ বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, ৬০ শতাংশ রোগীর মধ্যে বাজার এলাকায় গমন এবং গনপরিবহন ব্যাবহারের ইতিহাস রয়েছে। উপাসনালয়ে গমন এবং জনসমাগমস্থলে (সভা, সেমিনার ইত্যাদি) অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সংক্রমণের হার ৩০ শতাংশের বেশি।

উপদেষ্টাঃ প্রফেসর ডাঃ তাহমিনা শিরিন, ডাঃ মুশতাক হোসেন। **সম্পাদনায়ঃ** ডাঃ মাসুম, ডাঃ সোহেল, ডাঃ নাহিন, ডাঃ সুনন্দা, ডাঃ হাসানিন, ডাঃ দীপংকর, ডাঃ সোহানা, ডাঃ নিলয়, ডাঃ সৌরভ।

INSTITUTE OF EPIDEMIOLOGY, DISEASE CONTROL & RESEARCH (IEDCR)
Mohakhali, Dhaka - 1212, Bangladesh, Hotline: 10655